দৈনিক ইনকিলাব

23 MAR 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

082

# শিক্ষাঙ্গন

## প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ভাবনা

জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষকে পড়তে হয় এবং অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখার জন্য মানুষকে লিখতে হয়। তাই পড়া ও লেখা জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই না। এসব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় শিক্ষা গ্রহণের ফলে। দেশের অগ্রগতিকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ব্যতীত অন্য আর কিছু দ্বারা এত দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব নয়। বনফুল বলেছেন, "সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যকরূপে বিকশিত হয় তারই নাম শিক্ষা।" শিক্ষা সম্বন্ধে ডেমোক্রিটাস, সিসেরা, চেষ্টার ফিল্ড, কাশতকার, স্বামী বিবেকানন্দসহ প্রভৃতি মনীষী বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর কিছু কিছু এখানে তুলে ধরছিঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অব্যবস্থা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন সময়ে নানা অভিযোগ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও অযোগ্য প্রার্থীদেরকে আগে থেকেই নির্বাচিত করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে বৈধ করার জন্য পরে নামেমাত্র একটি লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। যারা লিখিত পরীক্ষায় অগত্যা পাস করেন— মৌখিক পরীক্ষায় তাদের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করে বিদায় দেয়া হয়। আবার কোথাও নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেও কোন কোন ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়েও জাতীয় পর্যায়ে এ নিয়োগ ব্যবস্থা চালু হলে দুর্নীতির মাত্রা কিছুটা রোধ হবে বলে মনে হয়।

(খ) বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ কর্মসূচী নিয়েও বেশ বাক-বিতণ্ডা ও অব্যবস্থার কথা শোনা যাচ্ছে। অতীতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা মূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা নানাবিধ কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে ডাকঘরের মাধ্যমে বই বিতরণের নিয়ম চালু ছিল এবং লাখ, লাখ বই ও টাকা গচ্চা যাবার পর সে ব্যবস্থা বাতিল করে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষকে একটি নিয়মিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করতে হচ্ছে— আর সে কারণেই গৃহীত নানাবিধ ভুল পন্থার জন্য অভিযোগ উঠেছে।

(গ) মফস্বলের শিক্ষকগণ সাধারণতঃ নিজ বাড়ী থেকে স্কুল নিকটবর্তী হওয়ায় পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে আসেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই সংসারের খুটিনাটি কাজ সম্পন্ন করে স্কুলে আসতে দেরী হয়। এ কারণে প্রধান শিক্ষকসহ সবার সঙ্গে তাদের পূর্ব সমঝোতা থাকে।

(ঘ) বর্তমানে দেশের শহর অঞ্চলে ব্যাপকহারে প্রাথমিক শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কিণ্ডার গার্টেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সরকার প্রদত্ত বইয়ের তালিকা স্কুলে থাকে ঠিকই কিন্তু তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না। একদিকে সরকার সর্বস্তরে বাংলা শিক্ষার প্রচলন করছেন, অপরদিকে দেশীয় কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে কে কত পাশ্চাত্য ইংরেজী শিখতে পারে তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।

এজন্য শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করা যায় না, কারণ অভিভাবকরাই চান তাদের ছেলে-মেয়ে দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। জাতীয় উচ্চতর জীবনে কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষা ও প্রচলন বাড়লেও দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী এ শিক্ষা সম্বন্ধে আজও অজ্ঞ রয়ে গেছেন। এসব কিণ্ডার গার্টেনের স্কুলসমূহে প্রথম শ্রেণী বা ক্লাস ওয়ানে ভর্তির পূর্বেই ৪টি ক্লাস পড়তে হয়। প্লে-গ্রুপ, নার্সারী, কেজি-১ কেজি-২; তারপর ক্লাস ওয়ান। কিণ্ডার গার্টেন স্কুল দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তাই শিক্ষার সামগ্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সরকারী সুষ্ঠু নীতিমালা প্রবর্তন করা উচিত।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী পাননা।